তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ 5/

স
ম্পা
দ
কী
য়

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে অনিশ্চয়তা কাম্য নয়

শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি চরমভাবে ব্যর্থ। কোন কিছুতেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এমন একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাতেও সন্তুষ্ট হওয়া যাচ্ছে না। অথচ শিক্ষার প্রসার এবং মান বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোন অবকাশ নেই। তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না কেন? পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে এ কোন্ ভূত চেপে বসলো?

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৃষ্ট চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা নানারকম যুক্তি-কারণ উপস্থাপন করে থাকেন। পরের বছর এমনটি আর ঘটবে না বলেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। কিন্তু বছরশেষে আবার পুরনো চিত্রই দেখা যায়। আগামী শিক্ষাবর্ষে দেশে প্রাথমিক ও মাধমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সংকটের বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত জেনেও উদ্যোগহীন অবস্থায় বসে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্তারা বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না বলে জানা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই ছেপে চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সারাদেশে পৌঁছে দেয়ার কথা। অথচ দু-তৃতীয়াংশ পুস্তক মুদ্রণের কার্যাদেশ পাওয়া দুটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী 'আর্থিক অসংগতির' কারণে ছাপার কাজ শুরু করতে পারেনি। আর এক-তৃতীয়াংশ কাজ করার দায়িত্ব পাওয়া অপর ১০৮টি প্রেস নানা টালবাহানায় এখনো নাকি কার্যাদেশই গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পুরো বই মুদ্রণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে গত অক্টোবর মাসের শুরুতে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তাদের ৬০টি বই মুদ্রণ শেষ করার নির্দেশ থাকলেও এখন পর্যন্ত তারা একটি বই মুদ্রণও শেষ করতে পারেনি। এমনকি অধিকাংশ বই ছাপানোর জন্যে প্রস্তুত পজেটিভও কার্যাদেশ পাওয়া প্রেসটি গ্রহণ করেনি। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা বছরের শুরুতে দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছানোর বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের ৫ কোটি ৬২ লাখ বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই মুদ্রণের দায়িত্ব পাওয়া ২টি এবং কাজ পেতে অপেক্ষারত ১০৮টি প্রেসের পক্ষে আগামী ৪ মাসে ওইসব বই মুদ্রণ সম্ভব হবে না বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করছেন। ফলে ২০০১ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানোটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে— যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

বিগত তিন বছর কার্যত রোজার কারণে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু এবার দেশের অধিকাংশ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রোজা ও ঈদ শেষ করে জানুয়ারির মধ্যভাগ থেকেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হবে। এ পরিস্থিতিতে নভেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের বই জেলা শহরে পৌঁছাতে না পারলে তা জানুয়ারির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। অন্যদিকে এবার মাধ্যমিক পর্যায়ের আগের সকল বই সংস্কার করে পুরো নতুন বই মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসব বই ডিসেম্বরের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে বিক্রেতাদের হাতে না পৌঁছলে দেশে পাঠ্যপুস্তক সংকট অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আসন্ন শিক্ষাবর্ষে যেন কোন রকম বিশৃংখলা বা সংকট সৃষ্টি না হয় এ ব্যাপারে এনসিটিবি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা এখনই।